দেড়শ টাকা

১

আর কিছু না হোক, টাকাটা তো ফেরৎ পাঠাতে হবে। শুধু টাকাটা পাঠালেই হবে, না একটা চিঠিও লিখবে। স্বাভাবিক সৌজন্য থেকেও অন্তত।
উত্তর দিতে খুব লোভ হচ্ছে আবার ভয়ও হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় লিখল কেন?
অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু চিঠিটার ছত্রে ছত্রে একটা টান আছে। নাঃ একটা উত্তর লেখাই যাক - খানিকটা ফর্মাল।
কাগজ কলম নিয়ে বসল সন্দীপ। হুম, ঠিক কি লিখবে একেবারেই কেজো, না ...

***

'শ্রদ্ধেয় সন্দীপবাবু,
'জানিনা, এই চিঠিটা লেখা ঠিক হচ্ছে কিনা। কিন্তু সেদিন যে ওই বিপদের মধ্যে, এক কামরা লোকের মাঝখানে আপনি চরম অপমানের হাত থেকে আমায় রক্ষা করেছিলেন তার জন্য কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়। আর তাই, শুকনো ধন্যবাদের বাইরে কয়েকটা কথা না বলে পারলাম না।
...
'সেদিনের আলাপচারিতায় আমার অনেক কথাই আপনাকে বলেছিলাম, আপনার কোনো কথা জানতে চাই নি। জানতে চাইবার মতো স্পর্ধা সেদিন ছিল না। হয়তো নিজের অবস্থার কথা বিশদে বলে আমার পরিস্থিতিটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইছিলাম বলেই অত কথা ব্যাখ্যা করেছিলাম নিজের সম্বন্ধে। আসলে কোনো অপরিচিতকে আপনি যেভাবে নির্দ্বিধায় টাকাটা দিয়েছিলেন তাতে আমিই ছোটো হয়ে গিয়েছিলাম।
...
'হয়তো ছেলেমানুষি করে অনেক উল্টোপাল্টা লিখে ফেললাম। কোনো উত্তরের প্রত্যাশা না করেই। সে যোগ্যতাও হয়ত নেই। তবু উত্তর পেলে সত্যিই খুব ভাল লাগবে।
ইতি,
চিরকৃতজ্ঞ,
সুচিত্রা ব্যানার্জী'

এরকম হলে ভাল হত, এতটাই ভেবেছিল সন্দীপ। কিন্তু সত্যিই এরকম হবে এটা ভাবেনি। এই চিঠিটা কেমন সব গোলমাল করে দিচ্ছে। কিংবা হয়ত অত্যন্ত সাধারন ধন্যবাদ জ্ঞাপক চিঠিই এটা, সে শুধু শুধু কষ্টকল্পনা করে অন্য মানে বার করছে। মেয়েটা হয়ত এরকম মানে হতে পারে ভেবে লেখেনি। অথচ দেখতে দেখতে গেলে চিঠির যা বয়ান তাতে স্পষ্ট সে যা কল্পনা করে এসেছ তাই ফুটে উঠছে। এর কি উত্তর দেবে সন্দীপ? কেজো উত্তর না কি আবেগের প্রত্যুত্তর? কল্পনার জিনিস কল্পনাতে থাকাই ভাল। সত্যি হবার সম্ভাবনা হলে তার মুখমুখি হতে ভয় লাগে, যদি এতক্ষনের সত্যি হবার সম্ভাবনাটাও কল্পনা হয়!
কিন্তু উত্তর তো একটা দিতেই হবে। আর কিছু না হোক, টাকাটা তো ফেরৎ পাঠাতে হবে।

***

পাশের বাড়ির কোলাসকরের কাছ থেকে মানি অর্ডারের দেড়শ টাকা আর একটা চিঠি পেয়ে চমকে গেল সন্দীপ। প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গেছে। সেবার পুরুলিয়া থেকে ফেরার পরে পরেই নাগপুরে মাস খানেকের ট্রিপ চলাকালীন এসেছে এটা। ঘরে ঢুকে চিঠি খুলল সন্দীপ।
'শ্রদ্ধেয় সন্দীপবাবু,
'জানিনা, এই চিঠিটা লেখা ঠিক হচ্ছে কিনা। ...'

২

ঠিক সেই সময় ডিউটি সেরে দিদির বাড়ি ফিরে মেয়েটা বাড়ি ফিরে ব্যাগ আর ডায়েরিটা তুলে রাখতে গিয়েই কাগজের টুকরোটা পড়ল। তুলে দেখল, ছেলেটার নম্বর। আবার পরে ফোন করবে কি করবে না, ভাবতে ভাবতে কাগজের টুকরোটা যত্ন করে ভাঁজ করে পার্সে ঢুকিয়ে রাখল। ফোন করলে সে পাবলিক বুথ থেকে করবে, ছেলেটার কাছে কোনো কলব্যাক নাম্বার থাকবে না, বেশ মজার ব্যাপার হবে। খানিকটা লুকোচুরি খেলার মতো! ছেলেটাকে সেদিন ফোনে বেশ চমকিত মনে হল, গলা চিনতে পেরেছে যখন, আরেকবার ফোন করতেই পারে, এমনিই। আসলে মানি-অর্ডারটা পেয়েছে কিনা জানার জন্য ফোন করেছিল সেদিন। কিন্তু কেমন যেন ঘাবড়ে গেছিল, তাড়াতাড়ি অফিসের দোহাই দিয়ে কেটে দিল। ছেলেটাকে ভালোই মনে হয়েছে মেয়েটার। নিজের মনেই

হাসল সে চিন্তাপরম্পরায়।

***

অফিসে এসেছিল ফোনটা। আরেকবার ফোন নম্বরটা দেখল ছেলেটা। ল্যান্ডলাইন নম্বর, পুরুলিয়ার এস.টি.ডি. কোড, পাবলিক বুথই হবে। আর দোনোমনা না করে নম্বরটা ডায়াল করল সে।

- এটা কি পুরুলিয়ার কোনো পাবলিক বুথ?
- ...
- আসলে, এই নম্বর থেকে দুপুরে আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল, আমি তাই জাস্ট ভেরিফাই করছিলাম।
- ...
- আচ্ছা, ধন্যবাদ।

ঠিকই ভেবেছে, পাবলিক বুথ। ভালোই হয়েছে। মেয়েটার যদি ইচ্ছে হয় আবার করবে, অন্তত ওকে দোনোমনায় ভুগতে হবে না ফোন করা উচিত কি না এই ভেবে। আর ফোন না এলেই ভাল। এর তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কথা হলেই পরিচিতি বাড়বে, সম্পর্ক বাড়বে ...। এই মেয়েটির সঙ্গে তো আর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেনা সে। কিসে আর কিসে! নিজের চিন্তাপরম্পরায় না হেসে পারলনা ছেলেটা। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ রোমান্টিক, এভাবে যোগাযোগ হওয়াটা - মেয়েটা যদি আরেকবার ফোন করে মন্দ হয়না!

ঠিক সেই সময় ডিউটি সেরে দিদির বাড়ি ফিরে মেয়েটা বাড়ি ফিরে ব্যাগ আর ডায়েরিটা তুলে রাখতে গিয়েই কাগজের টুকরোটা পড়ল।

***

- সন্দীপবাবু আছেন?
- বলছি।
- এখন কোথায়? কেমন আছেন?
- আমি এখন অফিসে, ভালো আছি। আপনি কি সুচিত্রা বলছেন?
- হ্যাঁ, গলা চিনতে পারলেন?
- পেরে গেলাম! কিন্তু আমি এখন অফিসে তো, বেশি কথা বলা যাবেনা।
- ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি তাহলে রাখি।
- আচ্ছা।

একেবারেই অপ্রত্যাশিত! ছেলেটা ভাবেইনি এই ফোনটা আসতে পারে। কোথা থেকে এসেছে নম্বরটা বের করল মোবাইলে - ল্যান্ডলাইন নম্বর, পুরুলিয়ার এস.টি.ডি. কোড। কোনো পাবলিক বুথ হবে। ইস্‌, সন্ধ্যায় ফোন করার কথা বলে দিলে হত। ধ্যাৎ কি ভাবছে সে। আসলে হঠাৎ ফোনটাতে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল ছেলেটা। এখনো তার রেশ কাটেনি।

ফোন নম্বরটা দেবার সময় কিছু প্রত্যাশা ছিল ঠিকই কিন্তু সেটা খানিকটা মজা দেখার মতোই। হঠাৎ আলাপে ফোন করবে ভাবেনি, বা করলে বেশ রোমান্টিক একটা ঘটনা হবে। এই টুকুই।

যদি নম্বরটা বুথের না হয়ে বাড়িওয়ালার হয়? বিকেলে একবার ফোন করে যাচাই করবে নাকি নম্বরটা বুথের না কারোর বাড়ির? যদি বাড়িওয়ালার হয়, কি বলবে? সুচিত্রাকে ডেকে দিন ... তারপর? মেয়েটা আবার বেশি কিছু ভেবে নেবে না তো সম্পর্কটা সম্বন্ধে? সম্পর্ক আবার কি? একদিনের আলাপ ... ধ্যাৎ, পরে দেখা যাবে।

অফিসের কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করল ছেলেটা

সন্ধেবেলায় ঘরে ফিরে ঘটনাটা ভুলেই গেছিল। হঠাৎ মনে পড়ল। অফিসে এসেছিল ফোনটা।

***

আজ সোমবার, মানে ছেলেটা অফিসে পৌঁছে গেছে তাহলে আজ জানতে পারবে মানি অর্ডারটা পৌঁছেছে কিনা। আজকে কি একবার ফোন করে দেখব, ভাবল মেয়েটা। নাঃ থাক। মানি অর্ডার পৌঁছোলে তো বাড়িতে ফোন করে জানিয়েই দেবে বলেছে; বাড়িতে ফোন এলে বাবা ঠিক পুরুলিয়ায় খবর পাঠিয়ে দেবে বা বাড়িওয়ালাকে ফোন করে জানিয়ে দেবে। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কি দরকার। কি ভাববে!

ভাবা-ভাবির কি আছে? আলাপ হয়েছিল রাস্তায়, দরকারের সময় সাহায্য পেয়েছিল, তার খবর নিতে সে ফোন করতেই পারে। ফোনই তো মাত্র তার বেশি তো কিছু নয়। মানি অর্ডার পেয়েছে কি না, ঠিক মতো পৌঁছেছে কি না, এসব খবর নিতেই পারে। এমনিতে তো বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়েছে ছেলেটাকে। দিব্যি অনেকদিনের চেনার মতো গল্প করছিল।

ডায়েরি খুঁজে নম্বরটা বার করে রাখে মেয়েটা। এখন টিফিনের সময় ফোনটা করে নিলেই হয় সামনের বুথটা থেকে। বেশি কিছু না, শুধু ঠিক মতো পৌঁছেছে কিনা আর মানি অর্ডারের খোঁজটা।

নম্বর ঘোরায় মেয়েটা।

- সন্দীপবাবু আছেন?

***

- কাল রাতে আবার সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জানিস!
- কোন ছেলেটা?
- ওই যে রে সেদিন ভোরবেলা, মাস্থুলির ঝামেলার সময় ...
- ও-ও, আবার দেখা হয়েছিল? কোথায়?
- আবার ট্রেনেই!
- চিনতে পেরেছিল?
- পারবে না আবার, টাকা পাবে না! নামটা গুলিয়ে ফেলেছিল, বলে, 'আপনি সুমিত্রা না?'
- সুচিত্রা, সুমিত্রা একই হল। তুই কি করলি?
- কি আবার করব কথা বললাম।
- যাক
- তুই আগেরবার বলেছিলি কাটিয়ে দিতে, আর দেখা হবে না ...
- এবারও টুক করে অন্য কামরায় চলে যেতি, দেখতে পেত না।
- যাঃ, শুধু শুধু লোকের কাছে ছোটো হব কেন?
- ছোটো হওয়ার কি আছে, ও কি তখন ভেবেছিল কোনোদিন আবার দেখা হবে, তখন টাকা ফেরত দেবে?
- আমি তো ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলাম, মানি অর্ডার করে দেবো বলে।
- তাহলে এতদিন করিসনি কেন? দেখা হবার জন্য অপেক্ষা করছিলি?
- করে দিয়েছি তো।
- তাহলে আবার ছোটো হবার কি আছে?
- মানি অর্ডারটা করে দিয়েছি বলে তো কথা বলতে পারলাম, নইলে যদি জিজ্ঞেস করত টাকাটার কি হল, কি জবাব দিতাম?
- তোরও বেশি বেশি।

হেসে ফেলল মেয়েটা। বেশি বেশিই হয়ত। কিন্তু ছেলেটা সত্যিই ভালো। একবার খবর নেবে নাকি?
আজ সোমবার, মানে ছেলেটা অফিসে পৌঁছে গেছে।

***

ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে ঢোকাল ছেলেটা। মানি অর্ডারটা এলে বেশ চিঠি পাঠানোর বাহানা পাওয়া যাবে!

- আপনার বন্ধের ট্রেন জামশেদপুর থেকে কটায়?
- রাত একটায়। এখন গিয়ে ঘন্টা খানেক বসে থাকতে হবে স্টেশনে।
- খুব বোরিং না?
- কি আর করা যাবে। আপনি এখনো দিদির সাথেই আছেন?
- হ্যাঁ, আপনার মনে আছে?
- আছে। এত রাতে যাবেন কি করে? বাস?
- না, সাইকেল রেখে এসেছি সাইকেল স্ট্যান্ডে।
- সাইকেলে তো অনেকক্ষন লাগবে, এত রাতে একা একা ...
- তা লাগবে আধ ঘন্টা মতো। কি আর করা যাবে।
- এখনো সেই নার্সিংহোমেই আছেন?
- আরো মাস ছয়েক থাকলে ট্রেনিং শেষ হবে।
- তারপরে কি করবেন?
- দেখি কোনো না কোনো নার্সিং হোম বা নার্সিং এজেন্সিতে ঢুকব। এই কাজটায় পরিশ্রম খুব, আরাম নেই।
- হ্যাঁ, তাছাড়া রাত বিরেতেও তো কাজের ডাক পড়তে পারে।
- সে তো আছেই। কি করব, খেয়ে পরে বাঁচতে তো হবে। তাই না? নিজের খরচটুকু চালাবার মতো উপার্জন সবার করা উচিত।

ছেলেটা আর কিছু বলল না। মেয়েটার কথাগুলো ঠিকই। আগের বার বলেছিল, ওদের বাড়ির অবস্থা খুব একটা ভাল না। যদি গিয়ে দেখে মানি অর্ডারটা এসেছে, তাহলে অবশ্যই ফেরৎ পাঠাবে।
আর মেয়েটা ভাবছিল কাল নার্সিংহোমে গিয়েই পিয়ালিকে বলতে হবে, 'কাল রাতে আবার সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জানিস!'

***

এই মেয়েটা সেই মেয়েটা না; হঠাৎ চোখ পড়তেই চমকে গেল ছেলেটা। কি যেন নাম, সুমিত্রা বোধহয়। সেই মেয়েটাই মনে হচ্ছে, এখনো দেখতে পায়নি এদিকে। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে নাকি, আপনি সুমিত্রা না? তারপর যদি না হয়? কি দরকার! এই রে, এইদিকেই আসছে যে। না দেখার ভান করে জানলা দিয়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল ছেলেটা। কিন্তু এ যে একদম

মুখোমুখি এসে বসল!
আড়চোখে আর একবার জরিপ করে নিল মেয়েটাকে সেই রকমই রোগা-পাতলা চেহারা। মনে তো হচ্ছে এইই সেই। কিন্তু যদি কথা বলতে শুরু করলে ভাবে সেই টাকাটার জন্য ...
- আপনার নাম সন্দীপ না?
একটু চমকে ওঠার ভান করে ছেলেটা,
- হ্যাঁ।
- চিনতে পারছেন?
যেন মনে করার চেষ্টা করছে এমন ভাবে বলে,
- আপনি, সুমিত্রা - তাই তো?
- না, সুমিত্রা না সুচিত্রা। সেদিন ভোরবেলা ট্রেনে ...
- হ্যাঁ, হ্যাঁ চিনতে পেরেছি, নামটা গুলিয়ে ফেলেছিলাম। সুচিত্রা ব্যানার্জি। তাই তো?
- হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি। কোথায় যাচ্ছেন?
- আমি বম্বে যাচ্ছি, কাজের জায়গায়।
- এ কদিন এখানেই ছিলেন?
- না, বম্বে ফিরে গেছিলাম, আবার আসতে হল।
- আপনার বাড়ির ঠিকানাটা সেদিন দিলে আমি আপনাকে টাকাটা বাড়িতে দিয়ে আসতে পারতাম। আমি টাকাটা মানি অর্ডার করে দিয়েছি পরের দিনই। পেয়েছেন?
- না তো, আসলে আমাকে বাইরে বাইরে এতো ঘুরতে হয় ... কে জানে গিয়ে হয়তো দেখব পিওন চিরকুট রেখে গেছে।
- আপনি কি একা থাকেন? আপনি না থাকলে ঘরে রিসিভ করার কেউ নেই?
- না, আমি একাই থাকি।
- এ মা, তাহলে আপনাকে না পেয়ে যদি আবার ফিরে আসে ... দাঁড়ান ...
- এ কি না, না। আপনি তো টাকাটা মানি অর্ডার করেছেন, আমি ঠিক পেয়ে যাব। আপনি এখন আবার টাকা দিচ্ছেন কেন?
- টাকাটা আমি পাঠিয়েছি প্রায় মাসখানেক হল, এর মধ্যে আপনি পান নি যখন ওটা নির্ঘাৎ রিটার্ন আসবে। আপনি এটা রাখুন।
- আর যদি মানি অর্ডারটা আমি পৌঁছাবার পরে আসে? আমি তাহলে দ্বিগুন টাকা পেয়ে যাব যে ... না না তা হয় না।
- দ্বিগুন হলে হবে, সেদিন বিপদের সময় আপনি যে সাহায্য করেছেন তার ঋণ শুধু টাকা শোধ করে দিলেই তো মিটবে না ... আপনি টাকাটা রাখুন।
- এটা অন্যায়।
- না, না ... টাকাটা না নিলে আমি আপনার কাছে ছোট হয়ে থাকব। প্লিজ ...
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছেলেটা টাকাটা নিয়েই নিল। মানি অর্ডার এসে থাকলে না হয় ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।
- তাহলে আপনার ঠিকানাটা দিয়ে দিন। যদি গিয়ে দেখি মানি অর্ডার এসেছে, আপনাকে আবার টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।
- দাঁড়ান, আমি লিখে দিচ্ছি। আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বর তো আমার কাছে আছেই ...
ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে ঢোকাল ছেলেটা।

৩

পার্সটাতে বহু হাবিজাবি কাগজ জমে গেছে। উপুড় করে সব ঢেলে পরিস্কার করতে বসল সুচিত্রা। পুরনো বাসের টিকিট, ঠিকানা, কিছু রসিদ। ফালতু সব কাগজ। পুরনো মাদুলি, আর ... এটা বোধহয় সেই ছেলেটার ফোন নম্বর। ঠিকানাও লেখা আছে। ছেলেমানুষি সব। আরো সব পুরনো কাগজ, ট্রেনের টিকিট ... সব একজায়গায় জড়ো করে রাখল সুচিত্রা, ঝাঁট দেওয়ার সময় ফেলে দিতে হবে।